প্রথম প্রকাশ :
পঁচিশে বৈশাখ,
১৩৬১

প্রচ্ছদ-পট এঁকেছেন :
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক :
এ, কে, সরকার এণ্ড কোং
৬।১, বংকিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট,
কলকা তা—১২

ছেপেছেন :
শ্রীশরৎ দাশ, বি, এ.
মডার্ণ প্রিণ্টিং সার্ভিস
কলকাতা—১২

জীবন-চেতনার কবি

গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের

স্মরণে

জল্লার কাহিনী

গল্প-কথা নয়

ডোবা

ফুটপাথে মা

বিজ্ঞাপন [শহর-স্বর্গে]

উৎসবের কণা অর্থে

উটরাম

মুমূর্ষু মরাল

ভ্রান্তি-বিলাস

তুমি কোন্ দিকে

অন্ধগলি

সমুদ্যত

কী দেব উত্তর

তিমিরান্তক

রূপান্তর

মজার মুলুক

তোমাকে দেখলাম

ভূয়োদর্শন

স্বর্ণলতিকা

শান্তি-কপোত

মুক্তি-কপোত

বংশধর

জাগরী

জীবন-পাত্র

শক্তি

একই আলিংগনে

সেই চলা আগুনের ঝড়

স্বপ্নডাগর

জলার কাহিনী

আমি এক জলা—
ঘন-অশ্রুর বদ্ধ-জলে ডুবে আছি
কত কাল।
একদিন আমার সর্বাংগ জুড়ে
জেগে উঠত ধান্যাংকুরের
শ্যাম-শিহরণ।
বাড়ন্ত জলের সংগে পাল্লা দিয়ে
মাথা উঁচিয়ে রাখত ধান্যক্ষেত ;
তারপর পরাজিত জলরাশি দ্রুত পলায়ন করত
দিগ্বিদিকের জলাশয়ে।
আমার রৌদ্রশিশির-মাখা খড়ের পালংকে
ধীরে ধীরে গা এলিয়ে দিত স্বর্ণশীষগুলি,
কৃষাণ-কৃষাণীরা এসে
মাথায় মাথায় তুলে নিয়ে যেত
নিকানো-কুটির প্রাংগণে।

সেদিন ধানকাটা গানে আর
নব-অন্নের ঘ্রাণে
মেতে উঠত রৌদ্রস্নাত আলপথ
ছায়াচ্ছন্ন পল্লীপথ।
তারপর
ধানের গুঁজি-ভরা ফসল-কাটা ক্ষেতে আর
স্তূপীকৃত খড়ের ক্ষুদে পাহাড়ে
ধ্বনিত হ'ত শিশুদের সোল্লাস চীৎকার—
প্রতিধ্বনিত হ'ত দূর-দিগন্ত।
মসুর-খেসারীর নীল-বেগুনী পুষ্পে
আবার ছেয়ে যেত আমার সর্বাংগ,
অর্ধপক্ক শুঁটির ক্ষেতে ক্ষেতে
পড়ন্ত বেলায় ভিড় জমাত ছেলের দল!
সেদিন ছিলাম আমি পল্লীলক্ষ্মী
ছিলাম জননী অন্নপূর্ণা,—
সে এক রূপকথা!

তারপর একদিন আমার
রূপকথার রাজরানীকে গ্রাস করে নিল
বান-ডাকা এক স্ফীতাংগ রাক্ষস!
আমার সোনার অংগ হ'ল
মশক ভেক আর সর্পের লীলাভূমি,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ছড়িয়ে পড়ল
মহামারীর রক্তবীজ।
নিশীথ রাত্রে

আজ আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়
স্কন্ধকাটার বিভীষিকা,
নৃত্য করে প্রেতচ্ছায়া,
জ্যোৎস্না-রাতে একটা চাপা খোনা-সুর
গুনগুন করে দিক থেকে দিগন্তরে !
—বর্তমান জগতে আজ আমি
আদিম প্রেতমূর্তি,
সভ্য জগতে
অসভ্য প্রকৃতি !

ওগো আলোর মানুষ
উন্নতভূমির সূর্যতপ্ত সন্তান,
আমাকে উদ্ধার করো—
বাঁচাও,
অগস্ত্য-শোষণে শুষ্ক করো আমার
জল-স্ফীতি,
উত্তোলন করো আমার
নিমজ্জিত দেহ ;
যান্ত্রিক পদক্ষেপে উদ্ধার করো আমার
পতিত সত্তা,
মৃত্যুহিম দেহে দেহে সঞ্চালিত করো
মুক্ত-আবহাওয়ার প্রাণোষ্ণ প্রশ্বাস,
আমাকে আতপ্ত করো
প্রাণক্ষরা রৌদ্রে।

আহা, কত যুগ আমি
আলোর মুখ দেখিনি !
রৌদ্রে-শিশিরে আবার আমাকে
আনন্দাশ্রু ঝরাতে দাও।
লাঙলের ফলায় ফলায়
আমার অংগ থেকে মুছে ফেলো
কলংক-প্রলেপ,
সারিবদ্ধ মুক্ত-হাতে ছড়িয়ে দাও
নব-জীবনের স্বর্ণবীজ।
আমি তো মরিনি—
জলের তলায় মূর্ছাহত হয়ে আছি !

ওগো মৃত্তিকার মানুষ,
ভাসতে দিও না তোমাদের খেত-খামার
বাগ-বাগিচা
গরু-বাছুর
ঘর-বাড়ী,—
ঘূর্ণি-টানে ছুটতে দিও না
মৃত্যুর লবণ-সমুদ্র মুখে ;
স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিও না
অশ্রু-বন্যায় ঘেরা জলাদেশের
দ্বীপান্তরে !

অশ্রু-বন্যা তোমরা
বাঁধ দিয়ে বাঁধো,—

কাঁধে কাঁধ দাও,
বাঁধে বাঁধ দাও।
আমার কোলে তোমাদেরই ভরা-ভাণ্ডার
ভরাডুবি—
টেনে তোলো ;
আমার অন্তঃপুরে তোমাদেরই পল্লীলক্ষ্মী—
মন্থন করো ;
তোমাদের মুখের অন্ন আমারই ক্রোড়াঞ্চলে—
কেড়ে নাও।
আমাকে রাক্ষুসী সাজিও না,
—অন্নপূর্ণা করো।

আমাকে জাগতে দাও,
তোমরা জাগো ;
আমাকে হাসতে দাও,
তোমরা হাসো।
আমাকে মরতে দিয়ে
তোমরা মরো না,
আমাকে বাঁচতে দিয়ে
তোমরা বাঁচো।
আমাকে চিরস্থায়ী বন্ধন থেকে
মুক্ত করো,—
আমাকে তোমাদের করো।

গল্প-কথা নয়

নবাবী আমলের আঁদি—
কচুরীদাম-নলখাগড়ার পুরু বোর্‌কায়
সর্বাংগ ঢাকা,
বাঁশ-বেত-জারুলের অন্ধকার চন্দ্রাতপ
ঘিরে আছে চতুর্দিক।
উর্ধ্বদেশের ছিদ্রপথে কৌতূহলী রশ্মি-চোখ
তির্যক তাকায়—
নল-কচুরীর গায়ে আঁকে
এক-একটি শ্বেতী-চক্র।
এককোণে ঝুঁকে আছে
কালো এক বৃক্ষকাণ্ড,
বাড়িয়ে দিয়েছে বক্র থাবা,—
সমুদ্যত জানোয়ার যেন।
বৃক্ষকাণ্ডে সমাসীন বৃদ্ধ শ্যেন
সতর্ক নখরে,
জলা-ফাঁকে গর্দানা উঁচিয়েই তল পড়ে
মহাশোল।
অদূরে বনান্ধকার থেকে ধ্বনিত হতে থাকে
ব্যাঙের ক্রম-ক্ষীণ আর্তনাদ,
আর শেয়াল-পালের
মাংস ভোজনের সানন্দ চীৎকার।

এখানেই বাস্তু তুলে থাকে
কয়েক ঘর মানুষ।
কচুরী-দামের ফাঁকে ফাঁকে তারা
মৃত্যু-হিম জল তোলে,
স্নান করে,
কাপড় কাচে, আর
শুনতে থাকে ব্যাঙের আর্তনাদ।
শ্যেনদের উচ্চকণ্ঠ প্রহরা
খণ্ডিত করে দেয়
দিনরাত্রির প্রহর।

খাওয়া-খাওয়ি করে বাঁচে এখানকার
মানুষ আর জানোয়ার,—
সংকুচিত-প্রসারিত হয়
জীবন-মৃত্যুর সীমানা।

একদিন ভোরে
শূন্য-শয্যায় খোঁজ মেলে না
সদ্যোজাত শিশুর।
চালার পেছনে শাক তুলতে
আঁৎকে ওঠে মা—
ঢোল-পেটে সে এক
প্রকাণ্ড অজগর!

—গল্প-কথা নয়,
একালেরই প্রত্যন্ত-পল্লীর কাহিনী।

ডোবা

পাথর-বাঁধানো কমল-দীঘির পাড় থেকে দূরে ডোবা।
চারিদিকে তার শুধু ঝোপঝাড়,
কত না যুগের জমানো আঁধার,—
কালো-ঘন-জলে রক্ত-জমাট ভয়াবহ সেই শোভা!

কত বাসনার ছাই জমে জমে স্তূপ হ'ল চারিধার,
কত না কালের ফুটো হাঁড়ি যত বুকে জমা সারে সার;
অচলায়তন পড়ে আছ তুমি আবর্জনার চাপে,
পংক-পতিত অংগ ঘিরিয়া অছুতেরা দিন যাপে।

রবি আর শশী বাঁশবন-ফাঁকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারে,
আকাশের রঙ্ স্বপ্নের মতো পড়ে সে আঁধার পারে।
সুপ্ত হিয়ার নিরালা বেদনা বুদ্বুদে ফুলি' ওঠে,
নামহীন ফুল চারিপাশ ঘিরে ভুল করে বুঝি ফোটে!

তারপরে হায়
মায়ারা মিলায়ঃ
চামচিকে দল
ঘুরপাক খায়,
সিঙি ছাড়ে হাঁফ,
ব্যাঙ্ ধরে সাপ,
নিশাচর পোকা
প্রলাপ ছড়ায়;

চারিপাশ থেকে ঘনীভূত ছায়া জিভ মেলে কালো কালো,—
গিলে খেতে চায় করুণা-কোমল জোনাকীর ক্ষীণ আলো!

মনে হয় যেন স্তব্ধ-জমাট প্রাণের পিণ্ড তুমি,
কত যুগ থেকে মৃত্যুর হিম গেছে তোমা চুমি চুমি!
কত গংগায় ডেকে গেল বান,
সাগর-বেলায় সৃজনের গান,
কত না জোয়ার কাছাকাছি এসে ফিরে গেল বারেবার,
সেথা জল হ'ল প্রাণ-কল্লোল—হেথা জল শবাধার!

সেথা রাজহাঁস ধবল ছায়াটি ভাসাল সবুজ জলে,
কাকলি শুনিয়া সাঁঝের মেঘেরা সোহাগে পড়িল গ'লে,
কত যৌবন-জল-তরংগে গাগরী উঠিল ভ'রে;
—আর তুমি শুধু তৃষ্ণা মেটালে গ্রীষ্মের দাহে ম'রে!

পাথর-বাঁধানো কমল-দীঘির দেশ থেকে দূরে ডোবা—
রক্ত-জমাট কালো-ঘন-জলে ভয়াবহ সেই শোভা!

ফুটপাথে মা

চৌরাস্তার মোড়ে বাস-শেড্।
সামনে দিনরাত্রি ভিড় জমায়
বিচিত্র-বেশ যাত্রীদল—
কেউ নামে কেউ যায়
কেউ বা থাকে দাঁড়িয়ে।

এইখানেই তার সংসার পেতেছে
ন্যাকড়া-পরা মা।
হাত দেড়েক চটের মাথায়
রেখেছে একটা নরম পুঁটুলি,
কাগজ আর পাতা কুড়িয়ে
দুখানা ইঁটের উপরে চড়িয়েছে হাঁড়ি,
সযত্নে রেঁধেছে দু-মুঠো ক্ষুদ-কুঁড়ো—
শিশু-সন্তানের মুখের ভাত;
সর্বাংগে ধুলোকালির দাগ-লাগা মা
লক্ষ-মহলা মহানগরীর ফুটপাথে।

বাচ্চা কাঁদলে মা
একটা খুরি থেকে চিনি মাখিয়ে
চুষতে দেয় আঙুল,
কখনো বা গরম-ভাতের গন্ধ-লাগা
ঘুমন্ত মুখখানির দিকে
অপলক থাকে তাকিয়ে।
চক্ষের পাতায় পাতায় বিস্তারিত
মাতৃত্বের মেদুর মায়ালোক,
সারা মুখে
স্মিত-সুন্দর পরিতৃপ্তি।

—যেন এক স্বাচ্ছন্দ্য-সুঠাম জগতে
গর্বভরে তাকিয়ে আছে জননী
সন্তানের মুখের দিকে!

ফুটপাথে
ন্যাকড়া-পরা মায়ের সেই হাসিমুখ দেখে
চক্ষু ভ'রে জল আসে না;
সরে দাঁড়াই—
সভয়ে।

বিজ্ঞাপন [শহর-স্বর্গে]

ফসলের সমারোহ শহরের বিজ্ঞাপন ঘিরে ঃ
স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন-ছবি সম্মুখের স্বর্ণ-নদী তীরে।

গ্রামে গ্রামে জমে শুধু দীর্ঘরাত্রি শবের মতন,—
সবৎসা গাভীরে ঘিরে নদীতীরে শকুনের মেলা,
ভাঙা হাল ঠেলে চাষী শুষ্ক মাঠে পেট-পোড়া রোদে,
খেজুরের দীর্ঘ ছায়ে প্রেত নামে, প'ড়ে আসে বেলা!

শ্রান্ত পথে ফেরে চাষী, শান্তি খোঁজে কুণ্ডলী-অভ্যাসে,
অন্ধকার ভগ্নচালে তারাদল অপলক চায় ;
বেপরোয়া বুভুক্ষায় শিশুপাল তোলে ঐকতান,—
উদয়-দিগন্ত কাঁপে সে ক্ষুধার দুরন্ত তাড়ায়।

ওদিকে শহর-স্বর্গে সহৃদয় কর্ণধারগণ
মহোচ্ছবে 'কল্পবৃক্ষে' ঢালে অর্থ জলের মতন !

উৎসবের কণা-অর্থে

রাজধানী ঝলমল উৎসবের মত্ত সমারোহে,
কলরোলে ধাবমান জনতা-জোয়ার ;
প্রতিযোগী মাইকের মোড়ে মোড়ে উৎকট চীৎকার,
পথে পথে ঝলসায় বিদ্যুৎ-বিহার।

ভিক্ষু-পত্নী পার্বতীর অংগে জ্বলে জড়োয়া-গহনা,
দীপ্ত-চক্র পটে ঘোরে পর্বত-চূড়ায় ;
আকাশের চাঁদে হাসে চাঁদোয়ার ঝাড়-লণ্ঠনেরা,
পুষ্পপাত্র স্তূপীকৃত দক্ষিণা কুড়ায়।

আকালেতে মত্ত সবে পানাহারে অকাল-বোধনে,
মান্ধাতার ঠুলি-পরা প্রিয় পূজোৎসব ;
সহস্র অর্থের কুম্ভ উড়ে যায় দম্ভের ফুৎকারে,
দশমী-জোয়ার শেষে থাকে স্মৃতি-শব !

শহরেতে সদ্য-আসা শীর্ণ-দেহ কয়টি কৃষাণ
দেখে দেখে ভাবে আর পড়ে দীর্ঘশ্বাস—
গাঁয়ের শতেক জোত নীলাম যা হ'ল ঋণ-দায়ে
উৎসবের কণা অর্থে হ'ত যে খালাস !

উটরাম

রাজপথে লক্ষ জনতার মুখের উপর ঘৃণার ঝাপটে
সমুত্থিত কী-উদ্ধত উলংগ দাপটে
প্রকাশ তোমার, হে উটরাম।
এক হাতে অবরুদ্ধ অশ্বের কদম,
অন্য হাতে বক্র তরবার,—
কোম্পানীর শেষ-পাল্লায়
নেহাৎ কম নয় তো তোমার ভার!

তোমার একদিকে হে মহারথী,
মহারানীর পাকাপোক্ত রাজত্ব
কীর্তিমান শুভ্র মেমোরিয়ালে,
অদূরে উইলিয়াম-দুর্গের পা ধোয়ায়
বন্দিনী ভাগীরথী; আর,
ইডেন-উদ্যানে বসে দেখে ক্লাইভ
ঔপনিবেশিক রাজত্ব-বিস্তার,
গর্বোন্নত অক্টরলনী
ধরা দেখে সরা!

ইংগ-বংগ সাহেবেরা তোমার এ-রাজ্য ঘিরে
গুলজার বসে,
বক্র তব তরবার বিজেতার দম্ভ আনে
—এমন কি জারজ ঔরসে!

অর্ধরাতে অর্ধাবৃত সুরাসিক্ত স্বাধীনা সুন্দরী
ফেরে মুক্তপাল—
যেহেতু তুমি তার ধরে আছ হাল !

তোমার ভ্রূকুটি লংঘি তবু কতবার, উটরাম,
রাজপথে ধেয়ে এল ক্ষুব্ধ ঝড় উদ্দাম মিছিলে,
রক্তবীজ বুনে গেল কত চট্টগ্রাম !
উত্তুংগ মুষ্টিতে জমে অলংঘ্য শপথ,
বহ্নুৎসবে রাঙা হ'ল যত রাজপথ,
রাজকীয় বিদ্রোহী বহরে
উত্তাল সমুদ্র হ'ল লাল ;
দেখে দেখে লর্ড ক্লাইভ ঝঞ্ঝাঘাতে করে আর্তনাদ—
সামাল সামাল !

তারপর রাতারাতি শ্বেতমূর্তি তব
অন্ধকারে কালো হ'ল—
কাহিনী অপূর্ব অভিনব।
উটরাম,
ভাগ্যচক্র ঘূর্ণমান তোমার ললাটে অভিরাম !

পংক-রুদ্ধ নয় তবু
ইতিহাস-ধারা।
একদিন
ভগ্ন তব পাদপীঠ সাক্ষ্য ববে তোমাদের
ভগ্ন-যুগ-তীরে ;

মাঠে বাটে দিল যারা উর্বর শোণিত,
নিষ্পেষিত তোলে যারা সমুন্নত শির—
মোড়ে মোড়ে তারা নেবে সুদৃঢ় আসন।

—সেইদিন
জাতীয় যাদুঘরের পশ্চাৎ-কক্ষে
দেখে তোমার ভগ্ন হাতের সদম্ভ আস্ফালন
খিলখিল হাসে যদি দুষ্ট কোনো শিশু—
রুদ্ধ ক্রোধে প'ড়ো নাকো ফেটে ;
যাদুঘরে মূল্যবান তব ইতিহাস।

মুমূর্ষু মরাল

সাঁঝের আঁধার নামে ছোট আঙিনায়,
সোনার মরাল মোর প্রাণের মরাল
লুকাল কোথায়।
মৃণাল-কণ্ঠেতে যার উষার কাকলি,
ঠোঁট যার পলাশের কলি,
কোমল তনুটি তুলতুল
নীল আকাশের কোলে শুভ্র কাশফুল—
পোষা সে মরাল আজ কোথায়, কোথায় ;
ফিরে আয় আয় ফিরে, নীড়ে ফিরে আয়।

ঘন-বনে পথহারা প্রাণের মরাল
ভীরু চোখে চায়,
চারিদিকে মত্ত-ঝঞ্ঝা অশনি শানায়।
ঝঞ্ঝা-ঝাপট মাঝে
ওই বুঝি কানে বাজে
তারই আর্তনাদ ;
কে-বা আছ আনো ডাকি
আমার প্রাণের পাখী,—
বাহিরে ফুঁসিছে কাল-রাত।

সারা-রাত্রি চেয়ে আছি খোলা জানালায় ঃ
কোমল মরাল বুঝি
তীক্ষ্ণ দাঁতে বৃথা যুঝি'
ভীরু ছুটি ডানা ঝাপটায়,—
দূর হ'তে আর্তনাদ দূরান্তে মিলায়।

থমথমে রাত্রি-শেষে
দেখিব কি ছুটে এসে—
রক্তরাঙা পালকেরা কাঁটাবন-ছায়
উদাসীন হাওয়ায় ছড়ায়।

একটি পালক হাতে
আঁখিজলে ভাসি'
ভাবিব কি—আজো আমি
তাকে ভালোবাসি !

ভ্রান্তি-বিলাস

ঘুমাও বন্ধু, সাবাস ঘুমাও,
বন্দরে লাল বাতি ;
লক্ষ লাভের দেয়ালা তুলাও,
অন্দরে কাল রাতি !

যুগান্তরের মোহানা সামনে,
চোখ বুজে তোলো পাল ;
নতুন তুফানে ভালোই ধরেছ
জীর্ণ পুরানো হাল !

ঢেউয়ের ফণারা মন্ত্র মানে না,
চারিদিকে লেলিহান ;
আড়চোখ চেয়ে কী দেখো, বন্ধু,
ব্যর্থ ঘুমের ভান।

কুজ্ঝটিকার আড়ালে লুকায়ে
ফাঁকি দাও দুনিয়ারে ?
কাল-ঘূর্ণিরা পাক দিয়ে দিয়ে
ফেরে দেখো চারিধারে।

ঘনায় আঁধার, চাঁদের স্বপন
ঘন কুয়াশায় হারা ;
সত্যের দিগ্-দর্শন কৈ,
চড়া-দামে গেছে ভাড়া ?

তলাফুটো নায়ে দেবে জোড়াতালি ?
খলখল হাসে জল ;
বালুচর—তারও ভরসা কোথায়,
বানে সে পড়েছে তল !

কাল-সমুদ্র-বক্ষ মন্থি'
আকাশে নিশান তুলি'—
ঘূর্ণি-চক্র দলিয়া চক্রে
ঐ আসে পোতগুলি !

বন্যার ডাকে ছোটে ঝাঁকে ঝাঁকে
পোত থেকে ত্রাণ-তরী ;
কুয়াশা আড়ালে দেখো বিভীষিকা,
ভয়ে কোথা যাও সরি' !

শূন্য-রসদ ফুটো নায়ে চ'ড়ে
পালাবে কোথায় আর,—
গোলক-ধাঁধার দান-এ হবে পার
জীবনের পারাবার !

চারিদিকে শুধু দেয় হাতছানি
দুরাশার মরীচিকা,
জীবনে এখনো লাগে কি খেয়াল—
মরণে মোহন টীকা ?

বিপরীত সোঁতে তোলো ছেঁড়া-পাল
জ্বালো আলেয়ার বাতি ;
ঢেউয়ের চূড়ায় হ'ক খান-খান
ভ্রান্তি-বিলাস রাতি !

তুমি কোন্ দিকে

ঠোকাঠুকি পদে পদে, মল্লযুদ্ধ মতে আর পথে।
মুখে আর মনে ভেদ, নর আর নারায়ণে ছেদ ॥
সত্য চড়ে স্বর্ণ-রথে, পদাতিক লভে অপঘাত।
জীবন-জীবিকা দ্বন্দ্বে প্রাণ-ছন্দে নিত্য যতি-পাত ॥
খ্রীষ্ট-বুদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠ, গণ্ডগোলে ব্যর্থ উপদেশ।
প্রণয়ের মৃত্যুবাণী—কুণ্ঠা-ভয়ে মধ্যাহ্নে নিঃশেষ ॥

চেয়ে দেখো আর এক দুনিয়া ঃ

শ্বেত আর পীত আর কালো মানুষেরা যায় মিলে
মৃত্যু ঠেলি' অবিশ্রান্ত প্রাণের মিছিলে,
অলির গলির দ্বন্দ্ব মিটে যায় মুক্ত-ময়দানে ;
স্বেদ ঝরে, পলি পড়ে—
অহল্যার হাসি ফোটে ফসলের গানে।
শত্রুর শবের 'পরে লক্ষ হাতে গ'ড়ে ওঠে বলিষ্ঠ পৃথিবী-
ঊর্ধ্বে যার তারা-ভরা প্রকাণ্ড আকাশ।

তুমি কোন্ দিকে ?

অন্ধগলি

তোমার কঠিন ধৈর্যে দুঃশাসন পেতে ভিত্তিশিলা
বিন্দু বিন্দু রক্তে গড়ে প্রমোদ-ভবন,
নৃত্য-গীতে কেঁপে ওঠে দিনে দিনে ফেনিল উৎসব,
—দ্বার-দেশে দেখো তারই দাক্ষিণ্য-স্বপন !

অন্ধগলি মাঝে পেলে ভাঙা খোপ অকথ্য ভাড়ায়
দালাল-দাদাকে দেখো সকৃতজ্ঞ চোখে ;
ক্ষুধিতে অখাদ্য যত খাদ্যমন্ত্রী দিলে অনুপান—
বোকা-হাসি হাসো তুমি রোগে-দুঃখে-শোকে

জীবনেরে রুদ্ধ ক'রে দুঃশাসন গড়ে কারাগার,
চূড়ায় উড্ডীন রাখে মুক্তির নিশানা ;
অন্ধগলি মাঝে তারই যেপে দিন ত্রিশংকু-আশ্বাসে
—বিক্ষুব্ধ মিছিলে দেখো অশান্তির হানা !

সমুদ্যত

তবু ভালো যন্ত্রণার জীবন্ত জগৎ,
কাম্য নয় শান্তি-সুখ তব মরূদ্যানে ;
জ্বলন্ত বালুর বুকে মেঘ-মরীচিকা
ভ্রান্তির স্বপন যেন আর নাহি আনে।

সর্পের দংশনে মোর সর্বাংগে দাহন,
বিস্মরণী শক্তি কোথা আফিমের ঘোরে ;
বুভুক্ষু রাত্রির যত জ্বলন্ত প্রহর
শান্ত আর হবে না সে ক্লান্তি-ঘুম-ভোরে।

দৈনন্দিন দারিদ্র্যের বিশাল ব্যাদানে
ক্ষণিক দাক্ষিণ্য-কণা পিষ্ট হ'ক পদে ;
শ্মশান-শিয়রে ঠেলি মুখে গংগাজল
দাও তুমি ঘাটে ঘাটে ছদ্ম-পরিচ্ছদে।

আমাদের রক্তে-গড়া মধুচক্র হ'তে
সব মর্ম-মধু শুষে মেলো শূন্যকোষ,—
সুন্দর বুলিতে ঢাকো ছদ্ম কালো-হাত,
তোমারে চিনেছি তাই উদ্যত আক্রোশ।

কী দেব উত্তর

অন্ধকার ভাঙা খোপে শূন্যোদর শিশু-শিক্ষা শেষ।
মধ্যাহ্নের মুক্ত-পথে জীবিকার দ্বন্দ্বে পরাজয় ॥
বিকল্প ভাগ্যের খোঁজে উদ্বাহ-বন্ধনে উদ্বন্ধন।
শুষ্ক-স্তনে খাদ্য-প্রাণ খুঁজে মরে শিশু গুটি-ছয় ॥

কোন্ পথে পলাতক সঞ্জীবনী জ্ঞানের ভাণ্ডার।
হৃৎপিণ্ডের রক্ত হ'ল পোড়া এ-কপালে নোনা-জল ॥
স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যৎ প্রসবিছে শুধুই চীৎকার।
আদর্শ আকাশে কাঁদে, সন্ধ্যার আলোকে দীর্ঘশ্বাস ॥

বংশে বংশে সংযোজিত জীবনের এই কি সম্বল
মোরাও রাখিয়া যাব যথাপূর্ব পৈতৃক ভাণ্ডারে ;
নিরীহ-দর্শক সেজে সারি সারি চিতাগ্নি-দর্শন,
অতঃপর বন্ধ্যা-দুঃখে ধূমায়িত স্বপ্ন-রোমন্থন !

জাতকের মুখ চাহি কোন্ মুখে কী দেব উত্তর,
তার জন্য পথ-পার্শ্বে রেখে যাব বলো কী স্বাক্ষর ?

তিমিরান্তক

স্বর্ণমান যৌবনের সিংহদ্বারে শিক্ষিত যুবক
জীবিকার যুদ্ধে দেখে জীবনের বীভৎস ব্যাদান ;
বুভুক্ষায় নিভে যায় আদর্শের উজ্জ্বল মশাল,
অপমৃত্যু অন্ধকারে মুখ ঢাকে রুদ্ধ অভিমান ।
—পথ-পার্শ্বে থমকিয়া এর তরে অশ্রু-ফেলা নয়,
দুনিয়ার সিংহদ্বারে কেন এই অপমৃত্যু, কেন হেন ক্ষয় ?

বাস্তুহারা ছন্নছাড়া পথে-ঘাটে খুঁজে মরে ঠাঁই,
এক-হাতে চক্ষু মোছে, অন্য-হাতে পাতায় সংসার ;
মুষ্টি-দুই চাল চড়ে বেলা-প্রান্তে প্রকাণ্ড হাঁড়িতে,
উড্ডীন ধোঁয়ায় ভাসে চাল-ডাল ভরা সে ভাণ্ডার !
—এইসব মুখ চাহি' মুষ্টিভিক্ষা বড় ধর্ম নয়,
অদৃশ্য কুটিল খড়্গে বাস্তুভূমি কেন খণ্ড হয় ?

গ্রামে গ্রামে বর্ধমান বুভুক্ষার বিশাল মিছিল,
'ভাত দাও, দাও ফ্যান'—আকাশ ফাটাল আর্তনাদে ;
মজুত-গোলার দিকে চেয়ে মরে অযুত কৃষাণ,
তীব্র পিপাসায় শিশু মৃতা-মা-র স্তন চুষে কাঁদে !
—আতুরকে মুষ্টিভিক্ষা, আত্মতৃপ্তি বেশী ঠিক নয় ;
সমৃদ্ধ জগতে কেন মন্বন্তর আদিম প্রলয় ?

রাক্ষসী-বন্যার গ্রাসে ধ্বংস হ'ল শস্যক্ষেত গ্রাম,
আদিম প্লাবন মাঝে সংগীহীন তাল শুধু জাগে ;
মানুষ ও গৃহ-পশু চারিদিকে তোলে আর্তরোল,
দুর্গতির কেন্দ্র গড়ে নায়কেরা অশ্রু-অনুরাগে !
—দুর্গতি-সেবা-সে ভালো, নহে তবু
প্রতিষ্ঠিত জীবনের জয়,
জলজ-বিদ্যুৎ-স্পর্শে কবে হবে
গ্রামান্তের তিমির-বিলয়।

৩

রূপান্তর

স্বপ্ন দেখি : ক্ষান্ত হ'ল অশান্ত চীৎকার,
পরাজিত শত্রু-সৈন্য করেছে প্রয়াণ ;
মুক্ত-জীবনের স্বাদে উদ্বেল জনতা,
রাজ-ভবনের শীর্ষে প্রাণের নিশান।

রুদ্ধ-কারা যায় খুলে অসহ-উল্লাসে,
শিশু ফেরে কলকণ্ঠে চঞ্চল চরণে,
পথের ভিখারী ঘরে পাতায় সংসার,
ভবিষ্য আশ্বাস আনে উজ্জ্বল বরণে।

কারখানা কম্পমান সৃজন-সংগীতে,
বিদ্যাতীর্থে স্পন্দমান আলালী প্রাসাদ,
মৃত্যু শৃংখলিত করি' হাসিছে জীবন,
বিজ্ঞানের বিষ্ণু-চক্রে দ্বিখণ্ডিত রাত।

স্বর্ণ-ক্ষেত পূর্ণ-মুঠি মেলে ঘরে ঘরে,
সন্তানেরা মুক্ত করে মা-র গুপ্তধন ;
মাতৃগর্ভে ঘরে ঘরে বিশ্বরূপ হাসে,
চক্ষে চক্ষে জ্বলে দিব্য সূর্যের স্বপন।

পালায় পুরানো দিন দিগন্তের বাঁকে,—
লাঙুল গুটানো তার দুই পা-র ফাঁকে!

মজার মুল্লুক

সে-এক বড় জ্যোতির্বিদ
অধ্যাপক,
দূরবীণেতে গেছে খুলে
দৃষ্টি তার ;
ঘুরছে গ্রহ শিষ্য-সহ
কোন্ ভাবে,
মরছে কেন ? ঝুলছে কেন
শূন্যেতে
শনি-গ্রহ বলয় মাঝে
চক্রবৎ—
মুখস্থ সব মুখস্থ ;
ছাত্র শোনে মুগ্ধবৎ !

কোমরে তার নবগ্রহ
কবচটি—
রাখো কি সে
খবরটি !

২

বীজাণুবিদ্ সে ডাক্তার—
সর্বাধুনিক রসায়নিক
শাস্ত্রে জ্ঞান,
দেখেন অণুবীক্ষণে—
কোথায় ঢাকা আব্‌ডালে
রোগের মূল ;
কোন্ পথে বীজ রক্তে চালায়
সংক্রমণ,
কেমনভাবে রোগগুলি হয়
সংক্রামক—
কার্য-কারণ শৃংখলেতে
স্পষ্ট সব।

শুনবে মজার কাহিনী ঃ
দেখা দিলেই বসন্ত—
'মায়ের কৃপা' ব'লে তিনি
শীতলা-তলায় দেন ডালি !

৩

আর এক শোনো
দেশপ্রেমিক—
দেশবাসীদের দুঃখেতে তার
চক্ষে জল,

বক্ষ-ঢাকা দুঃখে ফাটেন
মঞ্চ 'পর ;
কাউন্‌সিলেতে ওঠেন জ্ব'লে,
পত্রিকাতে লেখেন জোর,
চাঁদার খাতায়
প্রথম পাতায়
নামটি তার !

শুনবে জবর খবর তার :
দুঃস্থ-ত্রাণের তহবিলেব
ফাঁক করেছেন কয় হাজার !

৪

আর একদাতা
ক্রোড়পতি—
সেবাশ্রমে হাঁসপাতালে
বহুৎ দান,
নামটি বড় অক্ষরে
লেখা সদর-দপ্তরে ;
সভায় আসেন,
অল্পে হাসেন,
কণ্ঠভরা মাল্য পান।

কেরামতি শুনবে তার
চোরাই-মালের কারবারেতে
হাত করেছেন হাট-বাজার!

৫

আর এক যুবক
হাল্‌যুগের।
শরীরটিও বলিষ্ঠ,
সব ব্যাপারে বুদ্ধিটিও
টন্‌টনে ;
কুসংস্কারের ছোঁয়াচ নাই,
সব সময়েই যুক্তি-খাঁড়া
উদ্যত।
চলেও বেশ,
বলেও বেশ,
নাইকো লেশ কুজ্ঝটি।

সেদিন দেখি সন্ধ্যেবেলা
ঠন্‌ঠনে—
বাসের থেকে প্রণাম ঠোকেন
একমনে!

তোমাকে দেখলাম

'মাদাম ক্যুরী' দেখতে গিয়ে
দেখলাম তোমাকে।
গাড়ী থেকে নেমে এলে তুমি
মিহিরুচি পরিচ্ছদে পরিস্ফুট ক'রে তোমাব
মর্যাদা-মধুর তনু-সীমা,
আয়ত চোখে নিয়ে
বনছায়ার স্বপ্নাঞ্জন ;
নিরাভরণ মণিবন্ধে
স্বর্ণ-চুম্বনের মতো
ছোট্ট একটি ঘড়ি,
স্মিত-মুখে
সুকুমার দ্যুতি !
—তৃপ্ত চোখ মেলে আমি দেখলাম
মার্জিত-স্বরূপ কী সুন্দর !

দ্বারপথে বেরোবার মুখে হঠাৎ
উৎকর্ণ হলাম তোমার
কলকণ্ঠে ;
তোমার সংগীটির কাছে
হাসতে হাসতে বলছিলে তুমি—
'আহা বেচারা,
বলা-নেই কওয়া-নেই

বৌয়ের সখ মেটাতে গিয়ে কিনা
চাপা পড়ল ;
দেখলাম ভালোই !'

আমিও তোমাকে দেখলাম,
এবং ভালোই !

ভূয়োদর্শন

১

নদীর পাড়ে দেখি তোমার
দৃষ্টি উদাস—
এপার ছেড়ে ওপার চলে
শূন্যলোকে।
মাঝ-গাঙে নাও উজান ছোটে,
মাঝির পেশী ফুলে ওঠে,
যাত্রী খোঁজে বনের ছায়া
গ্রামের ঘাটে।
উদাস চোখে দেখলে তুমি
ছায়াছবি,
বললে ধীরে—এমনি ছোটে
ভব-নদী।

বুঝেছিলাম সেদিন তোমার
চিন্তা গভীর,—
আজকে হাসি।

২

সন্ধ্যেবেলা ফেরে পাখী
বৃক্ষ-নীড়ে,

গাভী নিয়ে রাখাল চলে
গ্রামের দিকে,
সূর্য ডোবে রঙ্ ছড়িয়ে
অস্ত-ধামে,
স্বর্ণ-আলো মুছে মুছে
সন্ধ্যা নামে।
নিশাস ফেলে বললে তুমি
শান্ত সুরে—
এমনি ক'রে এই জীবনের
সন্ধ্যা নামে।

ভেবেছিলাম সেদিন তোমার
দৃষ্টি নিবিড়,—
আজকে হাসি।

৩

আকাশ-জোড়া অন্ধকারে
গ্রহ-তারা,
নিম্নে বিপুল সাগর-ঘেরা
বসুন্ধরা।
কী বিচিত্র প্রাণের মেলা
ক্রোড়াঞ্চলে ;
সাগর-মরু-কালের 'পরে
চলার সেতু মানুষ গড়ে
দৃপ্ত হাতে।

বললে তুমি ঊর্ধ্বে চেয়ে
তৃপ্ত স্বরে—
একটি তারার চেয়েও ছোট
যে পৃথিবী
মানুষ যে তার বালুর চেয়েও
ক্ষুদ্র কত !

পেয়েছিলাম অতীন্দ্রিয়
অনুভূতি,
আজকে ভাবি !

স্বর্ণলতিকা

হে সুন্দরী স্বর্ণলতিকা,
সালংকারা শৃঙ্খলতা,
তোমার সহস্র স্বর্ণবাহুর উদার আলিঙ্গন-মালায়
রচনা করেছ বিচিত্র স্বপ্নলোক,
পশ্চিম-দিগন্তের অস্তরাগ
ধরা দিয়েছে তোমার মায়াজালে ;
আমি চেয়ে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি,
স্তব্ধ হয়েছি।

আমার বুক-চিরে-ওঠা উন্নত-শীর্ষ শাখাপ্রশাখাকে
সগর্বে সন্নত করেছি তোমার স্বর্ণনীড়ে,
কণ্টক-বিক্ষত চূড়ায় চূড়ায় স্ফুটনোন্মুখ
মধু-মঞ্জরীকে আহুতি দিয়েছি তোমার
আদর্শ রূপের অমোঘ স্বর্ণচ্ছটায়।
হে মায়াবিনী হে অকলংকী স্বর্ণদেবী,
ঊর্ধ্বমুখে তোমায় প্রণাম করেছি,
ধন্যবোধ করেছি তোমার প্রসাদ-সুখে।

আমার দীর্ণ আঙিনার কত পুষ্প-সম্ভবা বাসন্তীকে
নিষ্পেষিত নির্যাতিত করেছ তোমার

সোনালি অক্টোপাশ-বন্ধনে ;
তারপর রিক্ত শীতার্ত রাত্রির বিনিদ্র-শিয়রে
বুনেছ তুমি বসন্তের মালঞ্চ-মরীচিকা।
অভিনব তোমার কল্যাণী ভূমিকা !
সূর্য-তারকার অগ্নিদীপ-জ্বালা মহাকাশকে
আড়াল করেছ তোমার মলয়-দোতুল
সোনালি চন্দ্রাতপে !
হে অনিন্দ্য-সুন্দরী মায়া-রাক্ষসী,
তোমার প্রতিভাকে আজো প্রশংসা করি।

আজ দিগন্ত-জোড়া মাঠের মাটি ফেটে
জ্বলে উঠেছে দাবাগ্নির স্বর্ণশিখা,
আমার এই স্বর্ণ-পিঞ্জরের ফাঁকে ফাঁকে
পড়েছে তার লাল ছায়া ;
আমার ঘুমভাঙা ক্ষুধার্ত শিরায় শিরায়
মাথা তুলেছে লক্ষ লক্ষ জীবাণু-মিছিল ;
আমি আজ জেগে উঠেছি
একটি উড়ন্ত স্ফুলিংগের মহিমায় !

আজ জেনেছি
তুমি অমূলক,
আমাকে তাই আচ্ছন্ন করতে চাও
সমূলে ;
তুমি পরগাছা, পরস্মৈপদী—
আমার উপরে তাই এত

নিত্য আস্ফালন ;
তুমি স্বর্ণ নও,
তাই তুমি স্বর্ণবর্ণ ;
তুমি অসুন্দর,
তাই তোমার অপরূপ সাজ-সজ্জা।
আজ আমি চিনেছি তোমাকে—
তোমার সম্মোহন ছিন্ন ক'রে
উচ্চে তুলেছি তাই সদাজাগা শির !

হে আমার সশংকিতা স্বর্ণবাহু স্বর্ণলতিকা,
আজ ক্ষমা নেই,—
নিদাঘ-মধ্যাহ্নের অগ্নি-ধারায়
ছিন্ন করব দগ্ধ করব তোমাব
গিল্টিকরা স্বর্ণবাহু,
দগ্ধ করব তোমার আলিংগন-ঘেরা
আমার যত সুদৃশ্য ছদ্মবেশ !
হে স্বর্ণলতিকা,
আমি আজ দগ্ধ-স্বর্ণের সন্ধানী,—
একদিন তো তুমিই আমায় স্বর্ণলুব্ধ করেছিলে !

আমার শাখাসার সমুন্নত শিরে
উৎসারিত হবে আজ
দীপান্বিতা মহাকাশের অগ্নিমন্ত্র,
শান্তিজল বর্ষণ করবে

মেঘ-সমুদ্রের নির্মল পসরা,
শিকড়ে শিকড়ে বিস্তারিত হবে
মাতৃ-মৃত্তিকার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণৈশ্বর্য।
আমার সর্বরিক্ত শাখাজালের
স্নায়ুতে স্নায়ুতে ধাবমান হয়েছে আজ
পুঞ্জ-পুঞ্জ শ্যাম-কিশলয়ের মিছিল,
তাদের হাতে হাতে নন্দনেব স্বর্ণমঞ্জরী,
আর মর্তভূমির সোনার ফসল!

শান্তি-কপোত

নন্দন-লোকের এক শুভ্র কপোত
যুগ-যুগান্তর থেকে
চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে,
রৌদ্রশিশির-মাখা ডানা দুটি থেকে
অশ্রু-হাসির মালা
দিনরাত ঝ'রে ঝ'রে পড়ে !

যুগল নয়নে তার সন্ধ্যা-শুক-তারা,
বংকিম সুঠাম কণ্ঠে
পরিপূর্ণ তৃপ্তির ভংগিমা,
অরুণাভ চঞ্চুপুটে উষার লিপিকা,
দুটি পায়ে রক্ত-শোভা
ধরণীর বেদন-শোণিমা !

ভুবন-মোহিনী চূড়া সমুন্নত ঝুঁটি,
অর্ধ চক্রাকার পুচ্ছে
দীপ্যমান চারু-কারুকলা ;
দেশ-দেশান্তর ঘুরে নামে সে কপোত
ধীরে ধীরে কখনো বা—
ছোট-বড় দ্রুত চক্রাকারে।

মাটির মিনার ছুঁয়ে নামে সে কপোত ;
ক্ষেত আর প্রাংগণের পথে পথে
শীষ নিয়ে ওড়ে,
কিশোরীর স্বপ্ননীড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওড়ে,
কৃষাণ-শিশুর দিঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দিগ-দিগন্তরে !

মাটির মানুষ মিলে দুখে আর সুখে
স্বপন-বনের খড়ে উচ্চে বাঁধে
কপোতের নীড়,
শান্তির কপোত কবে শুভ্র ডানা দুটি
গুটায়ে বসিবে নীড়ে স্বর্ণ-রৌদ্রে
নীল নভোতলে !

কপোত-শিকারী নামে ঝঞ্ঝার ঈগল—
প্রভাত-কপোতে চায়
চঞ্চুঘাতে অন্ধ করিতে সে ;
তার পক্ষাঘাতে খসে শুভ্র পালকেরা,
স্নেহ-বোনা নীড় থেকে
স্বর্ণ-খড় উড়ে উড়ে পড়ে !

মাটির মানুষ তবু দৃপ্ত গিরিশ্রেণী।
শান্তি-নীড় ঘিরে রাখে
অশান্ত সে ঝঞ্ঝাঘাত থেকে ;

রক্ত-হাতে ঈগলের ধূম্র-পক্ষ বাঁধে,—
বীভৎস চীৎকার ছাড়ে
ঈগল সে—উৎকট আক্রোশে।

বিষাক্ত নখরে ছেঁড়ে প্রাণপিণ্ড কত,
চক্ষে ঝরে অগ্নিগোলা,
মুখে ঝরে বীজান্নুর ঝড়!
মানবের চক্রব্যূহ বজ্রমুষ্টি হানে,—
রাত্রির রক্তাভ চূড়ে
নিয়ে আসে উদয় কপোত!

গেহ-নীড়ে নেমে আসে আকাশ-কপোত;
রক্তাংকিত ডানা তার
বেদনায় আলগোছে কাঁপে,
দুই চোখে টলমল সন্ধ্যা-শুকতারা,
আতপ্ত বক্ষের তলে
শান্তিখানি শতদল সম!

মুক্তি-কপোত

লাখোহাতে একসাথে
কপোতেরা উড়ছে,
লাখো বুকে একই সুখে
স্বপ্নেরা ঘুরছে।

বঞ্চিত ব্যথিতের
কারা-ভগ্ন
নীলাকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে
সুখ-স্বপ্ন।

মেঘ-ঝরা রজনীর
যেন তারাদল,—
রোদ্দুরে প্রজাপতি
প্রাণ-চঞ্চল।

বুকভরা আলো আর
মুখভরা হাসি,—
দেয়ালির প্রাণ-দীপ
ওঠে উদ্ভাসি'!

মেঘ-শাদা কপোতেরা
আশমান-কোলে,
নীচে তার সোনাখেত
শীষ-হাত তোলে!

সমাগত ছুনিয়ার
হাসিমুখগুলি
ফেরে যেন চঞ্চল
কলরোল তুলি' !

কপোতের বলাকা
ছোটে চরাচর,
না মানে গিরি ও মরু
বনানী সায়র।

কপোতেরা দল বেঁধে
ওড়ে কোন্‌খানে ?
উড়িছে কপোত-হারা
ভাঙা নীড় পানে !

যেখানে কপোত রাখে
ভাঙা ডানা ঘিরে
ঝঞ্ঝা-ঝাপটে তার
ভীরু শিশুটিরে !

যেখানে ঘুরিয়া মরে
ধান-শীষ খুঁজি',
পিঁজরায় কাঁদে ব'সে
মুখখানি গুঁজি' !

যেখানে কপোতে কাঁদে
    শ্যেনের নখরে—
মুক্তি-কপোত ওড়ে
    লাখো হাত ধ'রে।

এবার জাগার ঝড়

দিগন্ত-জোড়া মাঠের মধ্যে কী বিরাট বাঁশবন।
বক্র-ভগ্ন শীর্ণ-শরীর—
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শির
ওঠে নামে ক্ষণে ক্ষণ,
জড়াজড়ি ক'রে বেঁচে আছ এক প্রকাণ্ড বাঁশবন।

বেত্রবনের ষড়যন্ত্রটি ঘিরে আছে চারিধারে,
অহি-নকুলের আদিম লড়াই তোমার অন্ধকারে।
সারা দিনরাত ধ'রে
মশায় পাঁচালী পড়ে,
সাপের মুখেতে ব্যাঙের গোঙানি ধ্বনি' ওঠে ক্ষণে ক্ষণ,—
বারবার শুধু মাথা নাড়ো আর শিহরাও বাঁশবন।

কোঁড়ে তুমি মরো, ঝড়ে নুয়ে পড়ো,
পোকা খেয়ে নেয়, বেঁচে বেঁচে মরো,
কত যে মোচড়ে মচ্‌কাও কত,
ঘায়ে ঘষা খেয়ে সেরে যায় ক্ষত!
পঞ্চাশে আর ছিয়াত্তরেতে কত হ'ল ছারখার,
জমিদারী মাল—হিসাব কে রাখে তার?
—তবু চিঁড়ে-পিষে তব হাড়ে-মাঁসে
কাগজের ইতিহাস,
নোট কাগজের বেণে-সভ্যতা—
মলাট-পোক্ত মোটা তার ইতিহাস।

জমিদারী হাতে লাঠিয়াল তুমি, দাংগা তোমারই জোরে ;
তোমাদেরই শুধু মাথা ভাঙে, আর মনিবেরা সুখে ওড়ে।
চুনোপুঁটি থেকে রুই বা কাৎলা ধরার তুমিই যন্ত্র,
—অজ্ঞাত শুধু কোথায় যে ফুসমন্ত্র !

আদিম যুগের প্রাচীন বংশবন,
সামন্ত-যুগে এঁদো-পুকুরে কি স্বরূপ নিরীক্ষণ !
মাজা-ভাঙা হাড়ে নিভে গেছে সেই সৃষ্টির মহাবল,—
উদ্ধত যত গিরির চূড়ায় সে আদিম দাবানল ?

মহাসৃষ্টির কোটি-কোটি-শির,
অস্থি-মজ্জা মহা-পৃথিবীর,
যুগ-দধীচির অমর বংশধর,
অনেক ঝড়েই ঝাঁকুনি মেরেছ
—এবার জাগার ঝড় !

জাগরী

গলিত বিরহ-ঘোর ললিত গানের
কেটে যাক কণ্ঠ হ'তে বিচ্ছেদ-জ্বালায়,
সুরভি-পাপড়ি-ঘের মদির স্মৃতির
ছিন্ন হ'ক সমুদ্যত কণ্টকের ঘায়।

শান্তির প্রলেপ খসি' চকিত আঘাতে
ঝরুক শোণিত-স্রোত শুষ্ক ক্ষত হ'তে ;
স্তব্ধ হ'ক ছলনার কলছল-ধ্বনি,
—চেতনার রক্ত-দল ফুটুক সে-স্রোতে।

দিনান্তে কুটির-কোণে তারা-ফুল্ল রাতে
স্নেহে-প্রেমে শুনি যবে জীবনের গান—
সহস্র-শিখায় জ্বলে জীবিকার জ্বালা
দিনব্যাপী হীন দ্বন্দ্ব যত অপমান।

ফাল্গুনী প্রভাতে কোনো বনফুলে দেখে প্রজাপতি
মনে হয়, ধরা দিল স্বপনের সাধ ;
অকস্মাৎ মর্মতলে কেঁদে ওঠে অন্ধ ভিখারিণী,
দিগ্বিদিকে মাথা কোটে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

পদে পদে গ্লানিভার অসহায় বৃশ্চিক-দংশন—
খণ্ডছিন্ন বেদনায় জমে ক্ষুব্ধ ঝড় ;
ছিঁড়ে যাক উড়ে যাক শ্বাসরোধী কালো যবনিকা—
এ আকাশে দেখা দিক উদয়-শিখর !

রুশ কবিতার অনুবাদ

জীবন-পাত্র

—মিখাইল লেরমনটভ্‌

তৃষ্ণাতুর ওষ্ঠে মোরা পান করি জীবন-পিয়ালা
ভয়ে ভয়ে চোখ রুদ্ধ করি',
সোনালি কিনারা ঘিরে অশ্রু আর মোদের শোণিত
ফোঁটা ফোঁটা পড়ে ঝরি' ঝরি' !

তারপর সচকিতে নামে যবে শেষের প্রহর
চিররুদ্ধ আলো ওঠে জ্ব'লে,—
বিস্মিত নয়ন হ'তে খ'সে পড়ে একজোড়া ঠুলি,
ব্যথাভারে পড়ি মোরা ঢ'লে !

নয়, আমাদের নয় অনুপম জীবন-পিয়ালা
দীপ্যমান সোনার মতন ;
আমরা দেখেছি চোখে শুধু তার করুণ শূন্যতা,
—পান নয়, দেখেছি স্বপন !

শক্তি

—নিকোলাই মিন্‌স্কি

উত্তুংগ স্তনাগ্র মেলি' স্ফীত সুবিশাল সে আছে শয়ান,
যুগল স্তনেতে তার সম প্রস্ফুটিত যুগ্ম-উপহার ;
মত্ত 'নিরো' শান্ত 'বুদ্ধ' ধরেছে আঁকড়ি'—উভয়ে অজ্ঞান ,
যমজ দু-ভাই যেন শুয়ে পাশাপাশি স্তন্য পিয়ে মা'র !

দুই হাতে দুই কুম্ভ ; নিত্য প্রবাহিত সেই পাত্র থেকে
জীবন-মৃত্যুর বেগ চিরন্তন স্রোতে প্রশান্ত ধারায় ।
দীপ্তিমাল্য তারাদল জ্ব'লে ওঠে তার নিশ্বাসের বেগে,
নিশ্বাসে আবার তারা ছিন্নপত্র সম শূন্যেতে হারায় !

সম্মুখে তাকায়ে সে—কী নির্মম দুটি উদাসীন চোখে !
জন্মমৃত্যু জনয়িত্রী, তবু নেই কণা ভ্রূক্ষেপ তাহার ;
শিশু-সন্তানেরে তার বক্ষ'পরে ধরি' পোষে স্নেহ-ঝোঁকে,
বন্ধ হ'তে স্তন্যদান মাতৃ-পরিচয় করে অস্বীকার !

তারপর ভালোমন্দে নানা ছন্দ-গাথা চলে সে প্রকাশি'—
বিশ্বের খেলায় মাতে একান্ত হেলায় তুলি' অট্টহাসি ।

একই আলিংগনে

—আলেক্সি টলষ্টয়

তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তর কানন
শস্যক্ষেত গিরি স্রোতস্বিনী,
তোমাদের সকলেরে আমার প্রণতি ;
প্রণতি আমার
মুক্ত-ডানা আর নীলাকাশে,
প্রণতি আমার জীবনের সব কাজে,
দীন এ থলিরে,
পারাপার সমস্ত প্রান্তরে,
আর এই জনহীন পথে—
যেই পথ ধ'রে চলি আমি ভবঘুরে।
প্রণতি আমার
প্রান্তরের ঘাসেদের প্রতিটি পাতায়,
আকাশের প্রতি তারকায়।

মোর এ জীবন আর জীবনের দেবতারে
মিশাইতে পারিতাম তোমাদের সাথে,
আকড়িতে পারিতাম একই আলিংগনে
শত্রুমিত্র ভাইবন্ধু নিখিল মানবে !

সেই চলা আগুনের ঝড়

—ফিয়ডর ত্যুচিয়েভ্

সমুদ্র-প্রবাহ যথা ভূগোলকে করিছে ভ্রমণ
স্বপন-মেখলা কোন্ সাগরেতে জাগে এ জীবন।
রজনী সঞ্চরে যথা শব্দহীন মোহানার তীরে
বহে অন্তঃশীল স্রোত আমাদের বিশ্বভূমি ঘিরে।
আবেগ-মুখর বেগ কলস্বনে মৃদুকথা কয়,
রহস্য-তরণী তোলে শুভ্র ডানা অবাক বিস্ময়!
উদ্দাম জোয়ার বহে, শুভ্র পাল ওঠে ফুলি' ফুলি',
কূলহারা অন্ধকারে গর্জি' ওঠে অন্ধ ঢেউগুলি।
অন্তহীন নভোদেশ নক্ষত্র-শোভায় দীপ্যমান
কোন্ গভীরের বুকে অসীম রহস্যে কম্পমান।
পদতলে শিখায়িত হয়ে ওঠে অতল গহ্বর,
আমরা এগিয়ে চলি,—সেই চলা আগুনের ঝড়!